জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

For more information, please visit
www.ntpban.org

কফ পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি

এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহের বেশী কাশি **যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ**

- আপনার বা আপনার পরিবারের কারো যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে কফ পরীক্ষা করান।
- নিয়মিত চিকিৎসায় যক্ষ্মা ভাল হয়।
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক/হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক, এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা ও যক্ষ্মা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

আসুন সচেতন হই, যক্ষ্মা প্রতিরোধ করি।

Public Private Partnership Project (PPPP)
(A collaborative partner of the National Tuberculosis Control Programme, DGHS)
For more details please visit: www.pppp.org.bd

Nuffield Centre for International Health & Development
University of Leeds, United Kingdom
for more details please visit: www.leeds.ac.uk/nuffield
Supported by:
Communicable Disease Research Programme (COMDIS), DFID, UK

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

I AM **Stopping TB**
যক্ষ্মা প্রতিরোধে আমিও আছি

WORLD TB DAY
24 MARCH 2009

FACT SHEET

চিকিৎসায় যক্ষ্মা ভাল হয়

Stop TB Partnership
www.stoptb.org

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস কী?

১৮৮২ সালের ২৪শে মার্চ, ডাঃ রবার্ট কক্স যক্ষ্মা রোগের জীবানু মাইকো-বেকটেরিয়াম টিউবারকুলসিস আবিষ্কার করেন। উক্ত আবিষ্কারটি যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় যুগান্তকারী অবদান রাখে। যারই পথ ধরে বিশ্বে যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। যক্ষ্মা রোগের জীবানু আবিষ্কারের একশ বছর পর ১৯৮২ সালে ২৪শে মার্চ, জীবানু আবিষ্কারের দিনটিকে স্মরণীয় করা ও যক্ষ্মা রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেনতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও IUATLD প্রথম বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উৎযাপন করে। এরপর থেকে প্রতি বছর ২৪শে মার্চ, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালিত হচ্ছে।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস কেন পালন করা হয়?

যক্ষ্মা রোগের ভয়াবহতা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ২৪শে মার্চ, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হয়।

- এই দিনটি বিশ্বকে যক্ষ্মা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করার ও কর্মসূচী গ্রহনের সুযোগ তৈরী করে;
- এই দিনটি সম্ভাব্য সন্দেহভাজন যক্ষ্মা রোগী, চিহ্নিত যক্ষ্মা রোগীর পরিবারকে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন-যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, তার নির্ণয় পদ্ধতি, চিকিৎসা প্রাপ্তির স্থান, ইত্যাদি সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত করা হয়;
- এই দিনটি নীতিনির্ধারক, সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মীগনকে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী সম্পর্কে পুনরায় সচেতন করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে;
- এই দিনটি জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরন কর্মসূচীকে আরও বেগবান করার তাগিদ প্রদান করে।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ২০০৯-এর প্রতিপাদ্য (Slogan)ঃ

যক্ষ্মা প্রতিরোধে আমিও আছি

যক্ষ্মা প্রতিরোধে আমিও আছি - স্লোগানটি ২০০৮ সালে দুই বৎসরের জন্য গ্রহন করা হয়।

যেহেতু যক্ষ্মা সকলের জন্য চিন্তার বিষয়, সেহেতু যক্ষ্মা প্রতিরোধে সকলেই অবদান রাখতে পারে। একজন যক্ষ্মা রোগী সময় মত পরিমিত ঔষধ সেবনের মাধ্যমে নিজের আরোগ্য লাভে অবদান রাখতে পারে। একজন স্বাস্থ্যকর্মী সময়মত রোগের লক্ষণ ও চিহ্ন দেখে রোগ নির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে যক্ষ্মা প্রতিরোধে অবদান রাখতে পারে। জনগোষ্ঠি নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজ নিজ জনগনের যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় এবং তার সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে কী করা হয়?

- **র‍্যালিঃ** জনগনের মধ্যে যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরী করার জন্য উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় শহর ও রাজধানিতে র‍্যালি করা হয়;
- **কর্মশালা/সেমিনার/সভাঃ** যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর সর্বশেষ তথ্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মশালা/সেমিনার/সভা করা হয়;
- **গোল টেবিল আলোচনা/টকশো** যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর বিভিন্ন বিষয় জনগনকে অবহিত করার জন্য কেন্দ্রিয় ভাবে গোল টেবিল আলোচনা এবং রেডিও ও টেলিভিশনে টকশো -এর আয়োজন করা হয়;
- **টেলিফিল্মঃ** জনগণের মধ্যে থেকে যক্ষ্মা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ও ভীতি দূর করার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত টেলিফিল্ম/চলচিত্র টেলিভিশনে প্রচার করা হয়;
- **ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশঃ** বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে এবং টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন যক্ষ্মা রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠা, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া ও অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়ার কাহিনী প্রকাশ করা হয়

যক্ষ্মা কী?

যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ, যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস *(Mycobacterium Tuberculosis)* নামক অতি সূক্ষ্ম জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। প্রধানত ফুসফুসই যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। এ করমের যক্ষ্মাকে ফুসফুসের যক্ষ্মা *(Pulmonay Tuberculosis)* বলে। যক্ষ্মা জীবাণু দেহের অন্য অশংকেও আক্রান্ত করে যক্ষ্মা রোগ তৈরী করতে পারে, তাকে ফুসফুস বর্হিভূত যক্ষ্মা *(Extra-Pulmonary Tuberculosis)* বলে।

যক্ষ্মা কীভাবে ছড়ায়?

ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর কফ, হাঁচি কাশি ও কথা বলার সময় যক্ষ্মার জীবাণু পরিবেশে ছড়ায়। উক্ত জীবাণু ধুলা-বালুর সাথে মিশে আরও ক্ষুদ্রাতি কণায় পরিণত হয়, যা বায়ুতে ভাসতে থাকে; ভাসমান জীবাণু সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে যক্ষ্মা রোগের বিস্তার ঘটায়। বিশেষ করে ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগীর নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

যক্ষ্মা প্রতিরোধের উপায় কী?

ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত কফে জীবাণু যুক্ত রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় থাকে তবে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১৫ জন লোককে যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত করে। এখানে উলেখ্য, জীবাণুদ্বারা সকল সংক্রমিত ব্যক্তিই যক্ষ্মা রোগে ভুগে না। যে সকল ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ মতা কম তারাই প্রধানতঃ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। তাই, প্রতিটি যক্ষ্মা রোগীর দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শেষ করা জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বের যক্ষ্মা প্রতিরোধের অন্যতম শ্রেষ্ট উপায়।

কতিপয় তথ্যাবলিঃ

- বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে একজন ব্যক্তি যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়;
- বর্তমানে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনগণ যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত;
- ৫ - ১০% যক্ষ্মার জীবাণ দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তি (যারা এইচআইভিতে আক্রান্ত নয়) তার জীবনকালের কোন এক সময় যক্ষ্মারোগে ভুগতে পারে। যক্ষ্মা - এইচআইভি সহসংক্রমনে *(TB/HIV Co-infection)* আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের যক্ষ্মা রোগ হওয়ার সম্ভবনা বেশী।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীঃ
National Tuberculosis Control Programme (NTP)ঃ

দর্শন (Vision)
বাংলাদেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করা ।

উদ্দেশ্য (Mission)
জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অভিপ্রায় দেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রননের উদ্দেশ্যে সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান এবং মান সম্মত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সেবা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ডটস্ কৌশলের অধিনে বাস্তবায়ন করা । যক্ষ্মা চিকিৎসা সেবা বাংলাদেশের সকল অংশে ও সকল নাগরিকের জন্য-বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থাভেদে নির্বিশেষে নিশ্চিত করা ।

লক্ষ্য (Goal)
জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য দেশে থেকে যক্ষ্মারোগের গড়সংখ্যা *(morbidity)*, মৃত্যুর হার *(mortality)* ও সংক্রামণ *(transmission)* এমন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসা যে দেশে যক্ষ্মা জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান না থাকে ।

বাংলাদেশে যক্ষ্মা রোগের অনুমিত হিসাব সমূহ ২০০৮
Tuberculosis estimates in Bangladesh 2008

জনসংখ্যা	১৪,৫০,০০,০০০
সকল প্রকার নতুন যক্ষ্মা রোগের আক্রমনের হার/ প্রতি লক্ষে/ প্রতি বছর	২২৩
কফে জীবানু যুক্ত নতুন যক্ষ্মারোগীর হার/ প্রতি লক্ষে/ প্রতি বছর	১০০
সকল প্রকারের যক্ষ্মার প্রদুর্ভাবের হার/ প্রতি লক্ষে/ প্রতি বছর	৩৮৭
যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার/ প্রতি লক্ষে/ প্রতি বছর	৪৫
নতুন এমডিয়ার-টিবি রোগীর শতকরা হার (proportion of MDR-TB)	৩.৬%
পূর্বে চিকিৎসাকৃত যক্ষ্মা রোগীর মধ্যে এমডিয়ার-টিবি রোগীর শতকরা হার	১৯%
ডটস্ কভারেজ (DOTS population coverage)	১০০%
নতুন কফে জীবানু যুক্ত রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা সাফল্যের হার (২০০৭ কোহর্ট)	৯২%
নতুন কফে জীবানু যুক্ত যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরনের হার	৭২.৫%

বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রদত্ত ২০০৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে

বিশ্ব যক্ষ্মা নিরোধ কৌশলের অংশসমূহঃ
Components of STOP TB Strategyঃ

১. ডটস্ কৌশল অনুসরণ ও প্রসার
২. এমডিআর-টিবি, টিবি-এইচ আই ভি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ সমূহ সমাধনে যথাযত গুরুত্ব দেওয়া
৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকরীকরনে যথাযথ অংশগ্রহন করা
৪. সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রনে নিয়োজিত করা
৫. যক্ষ্মা রোগী ও জনগষ্ঠীকে মতায়ন করা
৬. যক্ষ্মা বিষয়ক গবেষনা কার্য পরিচালনা করা ও উদ্বুদ্ধ করা

চার্ট
Chart

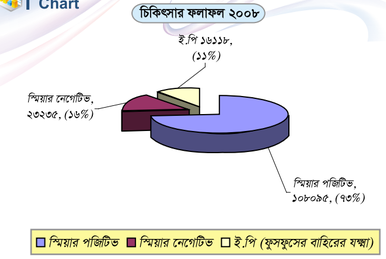

চার্ট
Chart

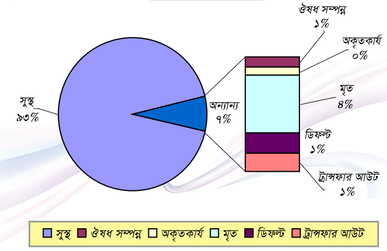
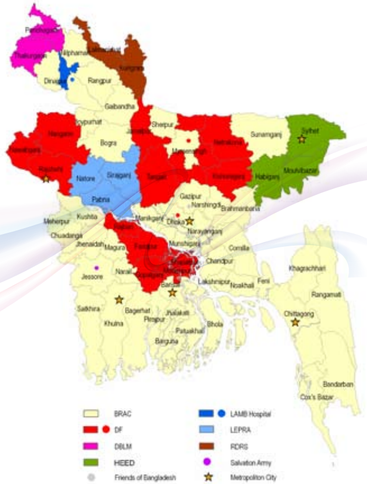
জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অংশিদারদের কর্মক্ষেত্রের বিস্তিতিঃ